গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৫ সংখ্যা ২৯ আগস্ট - ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

জমি ফেরতের দাবিতে উত্তাল সিঙ্গুর

অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরতের দাবিতে ২৪ আগস্টের সিঙ্গুর। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে ধর্নায় যোগ দিতে মিছিল।
(মাঝে) ধরনা মঞ্চে কমরেড মানিক মুখার্জী, মমতা ব্যানার্জী ও মেধা পাটকর। ধরনা স্থলে এস ইউ সি আই-এর ক্যাম্পে সঙ্গীতগোষ্ঠী ও নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যবাসীকে হুমকি দেওয়ার স্পর্ধা টাটা পেল কোথা থেকে

২৩ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

সিঙ্গুরের গরিব কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি রাজ্যের জনগণের যে প্রবল সমর্থন, তা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সিপিএম সরকারের পরামর্শে গতকাল রতন টাটা যে বক্তব্য রেখেছেন, তা শুধু এ রাজ্যের ইতিহাসেই নয়, সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসেও আনপ্রেসিডেন্টেড। একজন শিল্পপতি রাজ্যবাসীকে 'থ্রেট' করে বলছেন তাঁর স্বার্থের কাছে মাথা নত না করলে শুধু সিঙ্গুর থেকে পুঁজি তুলে নেবেন তা নয়, রাজ্যের থেকেও সরে যাবেন। এর প্রভাব অন্যান্য শিল্পপতিদেরও এ রাজ্য থেকে সরে যাওয়ার পক্ষে কাজ করবে বলে তিনি দাবি করেছেন। এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে অনেক বেশি আন্দোলন হয়েছে। ব্রিটিশ আমলেও হয়েছে। তখনও কোনও শিল্পপতি এ ধরনের কথা বলবার স্পর্ধা দেখাতে পারেনি। আজ টাটা যে এ কথা বলবার সাহস পেল, সেটা সিপিএমের জন্যই সম্ভব হল। সিপিএম এ কাজটা করাল। টাটার বক্তব্য অনুযায়ী টাটা এ রাজ্যে শোষণ করতে আসছেন না। তাহলে টাটা কী করতে আসছেন? টাটা কারখানা করবে অথচ শোষণ করবে না, কিন্তু লাভ করবে — এ এক বিচিত্র যুক্তি! অর্থনীতির অ-আ-ক-খ জ্ঞানসম্পন্নরাই জানে, কোথাও কোনও মালিক শ্রমিককে শোষণ না করে, জনগণকে শোষণ না করে লাভ করে না, লাভ করতে পারে না। লাভ করার জন্য, শোষণ করার জন্যই তাদের কলকারখানা ইত্যাদি সবকিছুই করা। টাটা বলছেন, তাঁরা যেখানে কারখানা করেন, সেখানে তাঁরা জনগণের প্রতি সংবেদনশীল। সিঙ্গুরেও তাই। এ টাটা কোথায় ছিল, যখন সিপিএমের পুলিশবাহিনী তাদের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে গরিব যুবক রাজকুমার ভুলকে লাঠিপেটা করে খুন করল? তখন তো টাটাকে একটা কথাও বলতে দেখিনি! গ্রামীণ কিশোরী তাপসী মালিক, সে মিছিল করেছিল বলে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করল এবং আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করল। চার-চারটি মানুষ আত্মহত্যা করেছে সিঙ্গুরে। এছাড়াও অনেকে অনাহারে মারা গেছে। ১২০টি পরিবার, যাদের একসময় কিছু না কিছু জমি ছিল, যারা বর্গাদার ছিল, তারা এখন পথে পথে ভিক্ষা করছে। তাদের বাড়ির মেয়েরা লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করছে। কিন্তু টাটা বিশ্বের বাজার গ্রাস করবে, তাই তাকে এই এলাকা দিতে হবে। সে এক লক্ষ টাকা দামের গাড়ি বের করবে এদেশে এবং বিদেশে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বাজার গ্রাস করার জন্য, মুনাফা করার জন্য। এবং তার জন্য পরিবহনের সুযোগ সুবিধা যুক্ত কলকাতার আশপাশের জায়গা, যেমন সিঙ্গুর, তার পছন্দ। অন্যত্র কারখানা হলে তার লাভ একটু কমতে পারে। কিন্তু তার সর্বোচ্চ লাভ চাই। সেজন্য সিঙ্গুর তার চাই। সেখানে ফসল যত হোক, সে জমিই টাটাকে দিতেহবে, এটা তার আব্দার। এবং সিপিএম সরকার তার কাছে নতজানু হয়ে সেটাই মেনেছে। রাজকোষ থেকে পাবলিক মানির অপব্যয় করে টাটাকে ১৪০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। পাঁচ বছর বাদে সে ফেরৎ দেবে মাত্র ২০ কোটি টাকা। যে সরকার হাসপাতালে, স্কুল-কলেজে টাকা দেওয়ার কথা উঠলেই 'টাকা নেই, টাকা নেই' বলে, সেই সরকার টাটাকে প্রায় বিনা পয়সায় জমি দেবে, জল দেবে, বিদ্যুৎ দেবে। টাটা এমন একটা কর্পোরেট হাউস, যারা কিছুদিন আগে ৫৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে একটা বিদেশি কোম্পানি কিনেছে। দেশ-বিদেশে আরও কল-কারখানা, খনি কিনছে, তাহলে আমাদের কাজটা কি শ্রমিকদের স্বার্থ, কৃষকদের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ বিপন্ন করে একটা কর্পোরেট হাউস, মাল্টিন্যাশনাল মনোপলি হাউসকে তার মুনাফার স্বার্থে টাকা ও জমি যোগান দেওয়া, দেশি-বিদেশি পুঁজির পায়ে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া?

২৪ আগস্ট সিঙ্গুরে বিশাল জনসমাবেশের একাংশ

আজ যে পুঁজি নিয়ে টাটার এই দম্ভ, যে পুঁজি উইথড্র করবে বলে সে থ্রেট করছে, সেই বিশাল পুঁজির পাহাড় কে সৃষ্টি করেছে? করেছে বংশানুক্রমে এদেশের শ্রমিকশ্রেণীই। তাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে এই পুঁজির পাহাড়। দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা আছে বলেই পুরুষানুক্রমে টাটারা তার মালিক হয়ে বসে আছে। সিঙ্গুরে যারা জমির মালিক, তারাও মালিক। যেহেতু তারা ক্ষুদ্র চাষি-মালিক, তাই বৃহৎ পুঁজির মালিকের কাছে তাদের কোনও স্থান নেই। তাকে পথের ভিখারি হতে হবে। যেমন একচেটিয়া মালিকরা খুচরো ব্যবসায় আসছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করার জন্য। এভাবেই গোটা দেশে, যে যেখানে ক্ষমতায়, সে কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা। টাটা এখানে গাড়ি তৈরি করবে না। কারখানা করছে বাইরে থেকে পার্টস এনে অ্যাসেমব্লিং করার জন্য। কয়েকশো লোক হয়তে কাজ পাবে, তাদের বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোক্র্যাটস্, যারা বাইরে থেকে আসবে। ৩৫ হাজার লোক, যাদের জমি গ্রাস করা হচ্ছে, যাদের জীবিকাচ্যুত করা হচ্ছে, তারা কোথায় যাবে? তাদের দায়িত্ব টাটা নেবে? অথচ সেই টাটার অতি মুনাফার স্বার্থ আমাদের দেখতে হবে!

ফলে আমরা মনে করি, এ রাজ্যের জনগণ অবশ্যই এর প্রতিবাদ করবে। এ রাজ্যের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। কংগ্রেস, সিপিএম তাকে ধ্বংস করার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, সিঙ্গুরের জনগণের পাশে দেশের বৃহত্তর জনগণের সমর্থন আছে এবং থাকবে। জনসমর্থনের জোরেই নন্দীগ্রাম জিতেছে,

দুয়ের পাতায় দেখুন

অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত সিঙ্গুরে ধরনা চলবে
মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান

টাটার অতি মুনাফার জন্য গরিব চাষি-মজুরকে পথের ভিখারি হতে হবে কেন ?

একের পাতার পর

এই জনসমর্থনের জোরে সিঙ্গুরের জনগণও জিতবে। আমরা 'ভায়োলেন্স' করার জন্য যাচ্ছি না, 'ভায়োলেন্সে'র যা কিছু অস্ত্র সরকারের হাতেই আছে। তার হাতেই লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস — সবকিছু। এবং তারাই বারবার ভায়োলেন্স সৃষ্টি করে। জনগণ লড়বে তার ন্যায্য দাবি নিয়ে। ব্রিটিশ আমলের কলোনিয়াল আইনের জোরে যারা চাষের জমি দখল করে নিয়েছে, তারাই আবার নিজেদের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সরকার বলে! টাটার লাভের স্বার্থে তারা সিঙ্গুরের জনগণকে পথের ভিখারি বানাবে।

প্রচার করা হচ্ছে টাটারা দয়া করে এ রাজ্যে এসেছে দানছত্র খোলার জন্য। কোনও দেশেই কোথাও মালিকরা জনগণের স্বার্থে কারখানা করে না, করে মুনাফার স্বার্থে। যতক্ষণ তার এই সুযোগ আছে, ততক্ষণ সে থাকে। মার্কসবাদী দল হিসাবে আমরা সর্বদা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন চাই। একইসঙ্গে আমরা বলতে চাই, দি এরা অফ ক্যাপিটালিস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এনডেড লঙ এগো। খোদ আমেরিকা, যাকে লোকোমোটিভ অফ ওয়ার্ল্ড ইকনমি বলা হয়, সেই আমেরিকার অর্থনীতি ডুবছে। গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় চূড়ান্ত সংকট। আজ কোথায় শিল্পায়ন হয়? একটা শিল্প হচ্ছে তো একশ'টা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লক-আউট, ছাঁটাই, ক্লোজার —এগুলিই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে শিল্পপতিরা শ্রমনিবিড় শিল্পের বদলে পুঁজিনিবিড় শিল্প করছে। সবটাই হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে। তার জন্য সাধারণ মানুষকে ভুগতে হবে, টাটার জন্য সিঙ্গুরের গরিব মানুষকে ভুগতে হবে তা আমরা মানতে পারি না।

আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই প্রথম থেকে সিঙ্গুরের জনগণের সাথে আছে। ওখানেই আমাদের সাথে তৃণমূলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তা নন্দীগ্রামে সম্প্রসারিত হয়। এখন রাজ্যস্তরে সম্প্রসারিত হয়েছে। যতক্ষণ তারা আন্দোলনে থাকবে, শ্রমিক-কৃষক-জনগণের পাশে থাকবে, ততদিন তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া থাকবে। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি এই আন্দোলনের পক্ষে নিয়োগ করেছি। আগামীকাল আমাদের প্রবীণ সেক্রেটারিয়েট মেম্বার মানিক মুখার্জী সিঙ্গুরে যাবেন। বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার যাবেন, আরেকজন সেক্রেটারিয়েট মেম্বার সৌমেন বসু যাবেন। এঁদের নেতৃত্বে আমাদের হাজার হাজার ভলান্টিয়ার সিঙ্গুরে যাবে। আমরা বিশ্বাস করি, এ রাজ্যের মানুষ মার খেয়ে, রক্ত দিয়ে অতীতে যেভাবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, এবারেও দাঁড়াবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে
কমরেড প্রভাস ঘোষ

এরপর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯২৮ সালে টাটার শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। টাটার জামশেদপুর কারখানায় ১৯৯১-তে শ্রমিক ছিল ৮৫ হাজার, এখন নামতে নামতে দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজারে। টেলকোতে আগে ছিল ২২ হাজার, এখন হয়েছে ৭ হাজার। এগুলি কি মানবিক স্বার্থে, গরিবের স্বার্থে করেছে টাটা! এই টাটা কোম্পানি ওড়িশার সুকিন্দা খনি অঞ্চলে ১৯৯১-৯২ সালে আমাদের দু'জন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে খুন করেছে। এই হচ্ছে তাদের সংবেদনশীলতা! তিনি বলেন, সিপিএম সরকারের কাছে টাটা হল প্রভু। প্রভুকে তুষ্ট করার জন্য কম্পিটিশন চলছে। আবার টাটাও জানিয়ে দিয়েছে, তারা আগেই সিঙ্গুরের অল্টারনেটিভ করে রেখেছে উত্তরাঞ্চলে। এরাজ্যে শিল্পায়নের জন্য নাকি টাটা এসেছিল, অথচ উত্তরাঞ্চলে তারা অল্টারনেটিভ করে রেখেছে!

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, সরকার দাবি না মানলে কী হবে? প্রভাস ঘোষ বলেন, দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, এখন আপনাদের মূল দাবি কী?

প্রভাস ঘোষ বলেন, অরিজিনালি দাবি তো ছিল সমস্ত জমি ফেরত দেওয়ার। এখন তো মিনিমামে এসেছে। যে পরিবারগুলি কিছুতেই জমি দেবে না, তারা তো প্র্যাক্টিকালি স্টারভিং। তাদের জমি নিয়ে নিয়েছে, তবু তারা টাকা নেয়নি। এখন তাদের জমি ফেরৎ দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ যে সময় একটা আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সে সময় আন্দোলন করা কি বাঞ্ছনীয়?

উত্তর ঃ আলোচনার পুরো লক্ষ্যই হচ্ছে আন্দোলনটাকে থামিয়ে দেওয়া। মুভমেন্টের মুডটাকে ডিফিউস করা। আলোচনার নাম করে মুভমেন্টটা আটকানো। কারণ, একটিই কন্ডিশন ছিল— জমি ফেরত দিতে হবে, যাঁরা জমি চাইছেন তাঁদের।

প্রশ্ন ঃ টাটা যদি চলে যায়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নেরই তো ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ কেউই দয়া করার জন্য আসেনি। টাটার যতক্ষণ লাভের সুযোগ থাকবে, ততক্ষণ সে থাকবে। এই হচ্ছে সোজা কথা। তাদের প্রয়োজন চিপ লেবার, চিপ র-মেটিরিয়ালস পাওয়া; কমিউনিকেশনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাতে মার্কেটে দ্রুত পৌঁছতে পারে। ব্রিটিশরাও বলত তারা এদেশের উপকারের জন্য এসেছিল, টাটাও বলছে তারা উপকারের জন্যই এসেছে। তারপর লুণ্ঠন করে যে যার মতো পালায়। এত হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হচ্ছে কেন? কারণ, মার্কেট নেই। প্রফিটের স্কোপ থাকলেই সে করবে, নয়তো চলে যাবে।

প্রশ্ন ঃ টাটা চলে গেলে সিঙ্গুরের মানুষের ক্ষতি হবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ না, আমি আদৌ তা মনে করি না। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনেই আসবে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা যদি সরকারে থাকতেন, তাহলে কীভাবে শিল্পায়ন করতেন?

উত্তর ঃ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতাম, তাদের কমপেল করতাম টু ইনভেস্ট ক্যাপিটাল। দরকার হলে ক্যাপিটাল ন্যাশানালাইজ করার জন্য মুভমেন্ট করতাম। এটাই একমাত্র পথ।

প্রশ্ন ঃ সেক্ষেত্রে শিল্পটা তাহলে কে করত, সরকার না শিল্পপতি?

উত্তর ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ফোর্স করতাম ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করার জন্য, না করলে ক্যাপিটাল ন্যাশনালাইজ করতাম। টোটাল কান্ট্রিতে যদি মুভমেন্ট হয় তবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে কমপেল করা যায় টু ন্যাশনালাইজ ক্যাপিটাল — হয় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা শিল্প করবে, নয় তো গভর্নমেন্ট করবে।

প্রশ্ন ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা যদি তখন করতে পারে, তবে এখন অসুবিধা কী?

উত্তর ঃ আমার তো কোনও আপত্তি নেই। আমি কি কোনও আপত্তি করেছি? আমার আপত্তির বিষয় হচ্ছে, কৃষিজমি ধ্বংস করবে কেন? কৃষক ও খেতমজুরদের পথের ভিখারি করবে কেন? এ রাজ্যে প্রচুর অকৃষি জমি পড়ে আছে, সেখানে যাচ্ছে না কেন? এখন যেটাকে অ্যাগ্রিলিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি বলছে, সেখানে শপিং মল, কার রেসের গ্রাউন্ড ইত্যাদি স্কিম তাদের ছিল। বিরোধিতার মুখে পড়ে এখন বলছে অ্যাগ্রিলিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি হবে। সে খড়্গপুর যেতে পারত, জায়গা ছিল। কিন্তু সে যাবে না, তাকে এখানেই থাকতে হবে কারণ প্রফিট বেশি হবে। তার প্রফিট বেশি করতে হবে বলে গরিব কৃষক-খেতমজুরদের ভিখারি করতে হবে?

সাংবাদিকরা জানতে চান, কীভাবে সিঙ্গুরে শান্তিরক্ষা হতে পারে। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, জমিটা ছাড়লেই হবে। সিঙ্গল ডিমান্ড — অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরৎ দাও। তাঁরা প্রশ্ন করেন, টাটার অনুসারী শিল্প কোথায় হবে? কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দূরে কোথাও করবে। এখানে যে ম্যাক্সিমাম প্রফিট করত, তা হয়তো কিছুটা কমবে। আপনি কার স্বার্থ দেখবেন? একজন গরিব মানুষ, না টাটার মতো এইরকম কোটি কোটি ডলারের মালিকের? কাকে স্যাক্রিফাইস করতে বলেন?

সাংবাদিকদের প্রশ্ন, আপনাদের আগামী কর্মসূচি কী?

উত্তর ঃ সিঙ্গুরে যতক্ষণ জমি ফেরত না দিচ্ছে, ততক্ষণ হাজার হাজার মানুষ অবস্থান চালিয়ে যাবে।

কলকাতায় আলুচাষিদের আইন অমান্য

(১) রাজ্য সরকারকে লাভজনক দাম দিয়ে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনতে হবে। কী দামে ও কত পরিমাণ আলু রাজ্য সরকার কিনবে তা নভেম্বর মাসের মধ্যে ঘোষণা করতে হবে; (২) আলু উৎপাদনকারী ব্লকগুলির প্রতিটি পঞ্চায়েতে সরকারি আলু ক্রয়কেন্দ্র খুলতে হবে; (৩) সমস্ত আলুচাষিকে কিষান ক্রেডিট কার্ড দিতে হবে; (৪) গত বছর ব্যাঙ্ক থেকে যাঁরা ঋণ নিয়েছিলেন তাঁদের সুদ মকুব করে দশ কিস্তিতে আসল নিতে হবে এবং এ বছর আবার ঋণ দিতে হবে; (৫) সারের কালোবাজারি বন্ধ করে সরকারি দামে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে; (৬) কীটনাশক ও বীজের দাম কমাতে হবে এবং গুণমান নিশ্চিত করতে হবে — ইত্যাদি দাবিতে ২৫ আগস্ট কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে শত শত আলুচাষি মহাকরণ অভিমুখে বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিটে আইন অমান্য করেন।

পাগলাচণ্ডী স্টেশনকে বেসরকারীকরণ ও হল্ট স্টেশনে পরিণত করার বিরুদ্ধে সোচ্চার নাগরিকরা

লালগোলা-শিয়ালদহ লাইনের মধ্যে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলাকায় পাগলাচণ্ডী রেলস্টেশন একটি পরিচিত নাম। নিত্যদিন অসংখ্য রেলশ্রমিক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ রুজি-রোজগারের টানে এই স্টেশন থেকে যাতায়াত করেন। এলাকায় স্বাস্থ্য-পরিষেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণ মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে এই স্টেশন থেকে রেলপথে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, কলকাতা প্রভৃতি শহরে চিকিৎসার জন্য যাওয়া আসা করেন। এই এলাকার একটি বড় হাইস্কুল ও 'মা পাগলী'র মন্দির থাকায় রেলপথে বহু ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ এই স্টেশন হয়েই যাতায়াত করেন। এছাড়া তেহট্ট, পলাশীপাড়া থানার বহু গ্রামের মানুষ এই স্টেশন থেকেই যাওয়া আসা করে থাকেন। এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের দাবি ও চাহিদাকে উপেক্ষা করে কিছু অসাধু ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজসে 'অলাভজনক' স্টেশন ঘোষণা করে বেসরকারীকরণ ও 'হল্ট' স্টেশনে পরিণত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এছাড়া, ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রেলব্রিজ সংলগ্ন (দক্ষিণ দিকের) রেলগেটটি মেরামত করতে অস্বীকার করছে।

স্বাভাবিকভাবেই এইসব জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাগলাচণ্ডী স্টেশন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ গণআন্দোলনে সামিল হয়েছে। চলছে মিটিং, মিছিল, ধর্না, রেল রোকো। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে এস ইউ সি আই দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও বিদ্বজ্জনদের নিয়ে আন্দোলনের হাতিয়ার 'পাগলাচণ্ডী নাগরিক কমিটি'।

২৫ জুলাই এই কমিটির উদ্যোগে সকাল ৬টা থেকে প্রায় চার হাজার মানুষ দেড় ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ করেন। ১৫ আগস্ট মহিলা-শিশুসহ প্রায় দুই হাজার লোকের মিছিল, ১৬ আগস্ট সারাদিনব্যাপী অবস্থান, ১৮ আগস্ট ডিআরএম অফিসে অভিযান করা হয়।

পাটনায় শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের শতবর্ষ উদযাপন

১১ আগস্ট বিহারের পাটনায় ডিএসও এবং ডিওয়াই-এর উদ্যোগে ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের শতবর্ষ উদযাপন

ন্যাশনাল নলেজ কমিশন

শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের সর্বনাশা সুপারিশের বিরুদ্ধে দিল্লিতে জাতীয় কনভেনশন

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৫ সালে টেকনোক্র্যাট স্যাম পিত্রোদাকে চেয়ারম্যান করে গঠন করেছিল 'ন্যাশনাল নলেজ কমিশন'। এই কমিশন বেশ কিছুদিন আগে শিক্ষায় কিছু পরিবর্তন আনার সুপারিশ করে। এই সুপারিশগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রকে পুরোপুরি বেসরকারীকরণ করার এ এক সামগ্রিক এবং সর্বনাশা পরিকল্পনা। শিক্ষাকে বিশ্ববাজারের পণ্যে পরিণত করার সুপারিশও করা হয়েছে কমিশনের রিপোর্টে।

১৯৮৬ সালে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার শুরু করেছিল, সেই ব্যবসা-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য তারা পরবর্তীকালে নানা শিক্ষা কমিটি বা কমিশন গঠন করেছে। কমিশন বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে নানা রকম ব্যবসাকে আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্য। 'মডেল ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট', 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল', 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিল' প্রভৃতি এর কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এছাড়াও নানা প্রশাসনিক নির্দেশে শিক্ষায় ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকর করা হচ্ছে। এই আক্রমণকে সামগ্রিক রূপ দিতে গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল নলেজ কমিশন। লক্ষণীয় বিষয় হল, শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর এমন ভয়াবহ আক্রমণের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও ছাড়া আর কোনও ছাত্র সংগঠনই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি।

এ আই ডি এস ও গত জানুয়ারি মাসে সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলনেই ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সর্বনাশা সুপারিশের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব নেয়। অধ্যাপক ড. নরেন্দ্র শর্মা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুধাংশু কুমার মালব্য ও পাঞ্জাবের অধ্যাপক অমরিন্দার পাল সিং প্রমুখ।

অধ্যাপক অরুণ কুমার বলেন, ন্যাশনাল নলেজ কমিশন শিক্ষায় প্রফেশনালাইজেশনের কথা বলে চিন্তাক্ষমতার উপরই আঘাত করছে। শিক্ষার কথা বললেই সরকার সম্পদের স্বল্পতার কথা বলে। কিন্তু আমাদের সম্পদ কম নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সম্পদ হল শিক্ষক। এদেশে ড. মেঘনাদ সাহা, সি ভি রমন এমনই সম্পদ ছিলেন। সেইসব শিক্ষকরা স্বল্প আর্থিক সংগতি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষা দিতেন। আজ শিক্ষকদের সেই মানসিকতাই নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের বাগাড়ম্বরপূর্ণ সুপারিশের বিরুদ্ধে আমাদের বিকল্প ন্যাশনাল নলেজ কমিশন গড়ে তোলা উচিত।

অধ্যাপক সুধাংশু কুমার মালব্য বলেন, শিক্ষার উপর দীর্ঘদিন ধরেই আক্রমণ চলছে, তার ফলেই আজ এই শোচনীয় পরিস্থিতি। ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী ছাত্র-যুবকদের আন্দোলনের শক্তি দেখেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার শিক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে সরিয়ে যুগ্ম-তালিকায় নিয়ে আসে। তারপর আসে আরও বড় আক্রমণ। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের পর বর্তমানে এসেছে ন্যাশনাল নলেজ কমিশন। তাদের সুপারিশ হল সরকার বিনিয়োগকারীদের জমি, অর্থ সবকিছু জোগান দেবে। বিনিয়োগকারীরাই ছাত্রদের বেতন নির্ধারণ করার অধিকারী হবে। কী শিক্ষা দেওয়া হবে তাও তারা ঠিক করবে। শিক্ষায় এর পরিণাম ভয়ঙ্কর।

অধ্যাপক অমরিন্দর পাল সিং বলেন, শিক্ষার

দিল্লির কনভেনশনে উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ

মঞ্চে উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃবৃন্দ

সুপারিশও করেছে। এদেশে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্ষেত্রে যতটুকু গণতান্ত্রিক রীতি চালু হয়েছিল, শিক্ষায় স্বাধিকার যতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল — তাকে ধ্বংস না করলে যেহেতু শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবসায়ীকরণ করা যাবে না, তাই প্রতিটি শিক্ষা কমিটি বা কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতি, ছাত্র-শিক্ষকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও শিক্ষার স্বাধিকার খর্ব করার সুপারিশও করেছে। বিড়লা-আম্বানি কমিটির সুপারিশ এক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্ক পরিকল্পিত ডিপিইপি বা তারই সম্প্রসারিত রূপ সর্বশিক্ষা অভিযান ইত্যাদি পরিকল্পনাগুলিও প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুচতুর চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের মুক্ত বাজার-অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন 'বিল' এনেছে শিক্ষা-তারপর থেকেই প্রতিটি রাজ্যে ছোট-বড় সভা, সেমিনার ও কনভেনশন সংগঠিত হয়। ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সুপারিশে শিক্ষার উপর, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার উপর আক্রমণের নানা দিক বিশ্লেষণ করে ইংরেজি ও হিন্দিতে দু'টি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। ১৩ আগস্ট দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর হলে অনুষ্ঠিত হয় এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে জাতীয় কনভেনশন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এম এন শ্রীরাম।

সভায় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন এ আই ডি এস ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কমরেড ইন্দরজিৎ সিং এবং সমর্থন করেন অপর সহ-সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণ কুমার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন জাকির হোসেন কলেজের অধ্যাপক ড. নরেন্দ্র শর্মা তাঁর ভাষণে বলেন, ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সুপারিশ শিক্ষাকে পুরোপুরি বাজারি পণ্যে পরিণত করার কথা বলেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ন্যাক' বা অন্যান্য সংস্থার দ্বারা মূল্যায়ন করে 'গ্রেড' দেওয়ার কথা বলার দ্বারা আসলে 'এ'-গ্রেড কলেজে 'এ'-গ্রেড ফি আদায় করার ব্যবস্থা করছে। কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না রেখে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেগুলেটরি অথরিটির অধীনে এনে তাকে সার্টিফিকেট প্রদানের অধিকার দিয়ে শিক্ষাকে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ও তার মানকে তলানিতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ছাত্ররা শিক্ষকদের মূল্যায়ন করবে এবং তার ভিত্তিতে শিক্ষকদের বিভিন্ন রকম বেতন হবে — এই সুপারিশও শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজের উপর এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ।

অধ্যাপক সুধাংশু কুমার মালব্য বলেন, শিক্ষার উপর দীর্ঘদিন ধরেই আক্রমণ চলছে, তার ফলেই আজ এই শোচনীয় পরিস্থিতি। ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী ছাত্র-যুবকদের আন্দোলনের শক্তি দেখেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার শিক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে সরিয়ে যুগ্ম-তালিকায় নিয়ে আসে। তারপর আসে আরও বড় আক্রমণ। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের পর বর্তমানে এসেছে ন্যাশনাল নলেজ কমিশন। তাদের সুপারিশ হল সরকার বিনিয়োগকারীদের জমি, অর্থ সবকিছু জোগান দেবে। বিনিয়োগকারীরাই ছাত্রদের বেতন নির্ধারণ করার অধিকারী হবে। কী শিক্ষা দেওয়া হবে তাও তারা ঠিক করবে। শিক্ষায় এর পরিণাম ভয়ঙ্কর।

অধ্যাপক অমরিন্দর পাল সিং বলেন, শিক্ষার জন্য মূল তিনটি জিনিস প্রয়োজন — প্রকৃত শিক্ষক, অর্থের জোগান ও স্বাধিকার। ন্যাশনাল নলেজ কমিশন এই তিনটি জিনিসই ছিনিয়ে নিচ্ছে।

বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রনেতারা তাঁদের বক্তব্যে দেখান যে, ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হওয়ার আগেই নানা রাজনৈতিক দলের ও রঙের রাজ্য সরকারগুলি তার রূপায়ণ শুরু করে দিয়েছে। এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী কমিশনের সুপারিশগুলি তুলে ধরে শিক্ষা ও জ্ঞানজগতে তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচিও ঘোষণা করেন।

ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সুপারিশ বাতিল সহ শিক্ষার বিভিন্ন দাবিতে এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ছাত্র বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে।

সঙ্গীত, নাটক, মূকাভিনয় ইত্যাদি শিল্পকর্মে নিযুক্ত কর্মীদের একটি শিবির ১৫-১৭ আগস্ট ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। (ইনসেটে) আলোচনা করছেন কমরেড মানিক মুখার্জী, পাশে কমরেড সৌমেন বসু।

পঞ্চম বেতন কমিশন ঃ কর্মচারীদের প্রতি প্রতারণা — জেপিএ

জেপিএ-র রাজ্য সম্পাদক তারক দাস ১৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, নির্ধারিত সময়ের পাঁচ বছর পর ১৮ আগস্ট অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত পঞ্চম বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ১-১-২০০৬ থেকে যে নতুন ও সংশোধিত বেতন কাঠামো চালু করার কথা — তা থেকে রাজ্যের ১০ লক্ষ কর্মচারী বঞ্চিত রয়েছেন প্রায় তিন বছর। এই বঞ্চনাকে দীর্ঘায়িত করার কোনও পদক্ষেপ বা নীতিকে স্বাগত জানানো দূরের কথা সমর্থন করাও যায় না। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য — এখন আর বেতন কমিশন নয়। ১-১-২০০৬ থেকে কার্যকর একটি বেতন কাঠামো চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শুরু হোক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া ২৫-৯-২০০৭ এবং ৩০-৬-২০০৮-এর চিঠিতে জেপিএ সহ অন্যান্য কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরুর দাবি জানিয়েছিলাম। আমরা আরও দাবি করেছিলাম যে, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ০১-০১-২০০৬ থেকে প্রতিটি কর্মচারীকে মাসিক ১০০০ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি হিসাবে দেওয়া হোক। রাজ্য সরকার কোনও দাবিই মানেনি। গত ২৯ জুলাই আমাদের সংগঠনের সারা ভারত কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে যে, যদি রাজ্য সরকারগুলি ৩১ আগস্টের মধ্যে কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু না করে তাহলে সারা দেশে সরকারি ক্ষেত্রে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ওয়ার্ক- বয়কট কর্মসূচি পালিত হবে। এ রাজ্যেও তা হবে, কেননা বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা দুরভিসন্ধিমূলক ও প্রতারণা মাত্র।

কৃষকরা বিপন্ন, সরকারগুলি নির্বিকার

দেশের সর্বত্র চাষের উপকরণ সার ও বীজের দাম এবং সেচের জলের খরচ ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। উপরন্তু, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোম্পানির সরবরাহ করা বীজ ব্যবহার করে চাষিরা সমস্যায় পড়ছেন। উৎপাদন তো বাড়েইনি, বরং নিম্নমানের ফসল হওয়ায় উৎপাদনের যাবতীয় খরচ জলে গেছে। একদিকে, উন্নতমানের বীজ, সার ও সেচের জল কিনতে চাষিকে মোটা টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে, এবং সেজন্য মূলত মহাজনদের থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হচ্ছে; জলের জন্য ফসলের মরশুমেও ধরনা দিতে হচ্ছে কৃষিদপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরে। অপরদিকে, ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মানের ফসল উৎপাদন ও বিক্রি — তাও কৃষকদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। চাষের খরচটুকুও পাচ্ছে না চাষিরা। কারণ, বিক্রির বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে ফাটকা-ব্যবসায়ীরা। সরকার ও প্রশাসন নীরব দর্শক। ফসল কম হলে যেমন চাষির বিপদ, তেমনই ভাল ফসল হলে চাষি ফসল রাখতে পারে না, বেশি উৎপাদনের কারণে দাম পড়ে যায়, চাষি দাম পায় না, তখনও তার বিপদ। ফলে, বেঁচে থাকার নাছোড়বান্দা লড়াই করেও আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে চাষিরা।

ঋণগ্রস্ত তুলাচাষিদের একের পর এক আত্মহত্যার নির্মম সাক্ষী মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ। সেখানকার ৮০ শতাংশ চাষি তুলোচাষ বাদ দিয়ে এখন সয়াবীন চাষে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। অবশ্য, সয়াবীন চাষ করলেও তাদের সমস্যার সমাধান হবে কি না তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সয়াবীন চাষের পক্ষে যুক্তি হল, এতে উৎপাদন খরচ অন্যান্য চাষের তুলনায় কম, বীজ বপনের চার মাসের মধ্যে ফলন ধরে যায়, এতে কীটনাশক বেশি দিতে হয় না। সব মিলিয়ে তুলো চাষের তুলনায় কম খরচে চাষ করতে পারে চাষিরা। বাস্তবে চাষ কম খরচে হলেও উৎপাদিত ফসল বিক্রি ব্যবসায়ীদের হাতে থাকায় সঠিকমূল্য আসে না কৃষকদের হাতে।

কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসলের মরশুমে, বিশেষ করে খরিফ চাষের সময় চাষিরা চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতি বছর মে-জুন মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সার দেওয়া হত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কৃষিদপ্তর থেকে। এবছর জমির পরিমাণের তুলনায় অল্প পরিমাণ বীজ চাষিদের সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিবছর চড়া সুদের বিনিময়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয় চাষিরা। ফসল উঠলে, ফসল বিক্রির টাকায় চাষিরা সারা বছর পরিবার প্রতিপালন থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় খরচ এবং সুদ সহ ঋণ শোধ করে। এবছর উপযুক্ত পরিমাণ বীজ না পেয়ে কৃষকদের ক্ষোভের আগুনে বারুদ সংযোগ হয়। হতাশ কৃষকরা বিক্ষোভ দেখালে কর্ণাটকের বিজেপি সরকারের পুলিস গুলি চালায়, ৩ জন কৃষক নিহত হন। অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারের পুলিসের গুলিতে ২০ জন কৃষক আহত হন।

কী চমৎকার গণতন্ত্র! কৃষক ফসল ফলানোর জন্য বীজ-সার চাইলে পায় না, পায় বুলেট। সে সরকার কর্ণাটকের বিজেপি'র হোক বা অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেসেরই হোক। ঋণভারে জর্জরিত কৃষক একের পর এক আত্মহত্যা করলেও সরকার তাদের পাশে কোনও কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে দাঁড়ায় না।

কৃষকরা চায় সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে, যা যেকোনও দেশের যেকোনও মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার। আর চাষ করার জন্য চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ — বীজ, সার, পরিমাণমতো জলের চাহিদাও থাকে। চাষের মরশুমে কঠিন পরিশ্রম করে ঠিকমতো ফসল ফলাতে পারলে ও উৎপন্ন ফসল উপযুক্ত দামে বিক্রি করতে পারলে তাঁরা কর্জ মিটিয়ে খুবই সাধারণভাবে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে পরিজনদের নিয়ে। অর্থাৎ তাদের বাঁচা-মরার লড়াই ফসলকেন্দ্রিক। কিন্তু সরকার ও প্রশাসন বৃহৎ ব্যবসাদার তথা পুঁজির মালিকেরই সেবা করে চলে; গণবিক্ষোভের বিপদে না পড়লে চাষিদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

শস্যবীজ ও সারের ডিলাররা তো দপ্তরে নো-স্টক নোটিশ ঝুলিয়েই খালাস। চাষের উপকরণের কোনও অভাব নেই, একথা জানিয়ে সরকারি অধিকর্তাও দায়িত্ব সেরেছেন। কিন্তু, কৃষকরা করবে কী? মৃত্যুর মিছিলে সামিল হওয়া ছাড়া তাদের অন্য উপায় থাকছে না। নির্দ্বিধায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম বলতে পারেন, কৃষকদের সারের দাবিতে আন্দোলনের জন্য রাজ্যের সরকারগুলি দায়ী। এই বক্তব্যেই মন্ত্রীর দায়িত্ব শেষ।

সরকারি দাওয়াই — বাইরে থেকে সার আমদানি করে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিজ্ঞানের এত উন্নতির যুগে আমাদের দেশে ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট সার উৎপন্ন করা কি এতই কঠিন? বাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল অ্যান্ড ইকনমিক চেঞ্জ-এর অর্থনীতিবিদ আর এস দেশপান্ডে বলেছেন, এর জন্য সরকারের অপদার্থতাই দায়ী। চাষের মরশুমের পরিবেশ অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও চাষিরা চাষ করতে পারছে না বীজ ও সারের অভাবে। তিনগুণ বেশি দাম দিয়ে আমদানি করা সার কিনতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের চাষ করে বেঁচে থাকার অধিকারও আজ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগে থেকে সরকার এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে সমস্যা এমন অবস্থায় পৌঁছাতো না। সরকারি ঔদাসীন্যে চাষিরা সার্বিকভাবে বিধ্বস্ত।

পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজ্যের সিপিএম সরকার 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' বলে দেশবাসীকে যতই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করুকনা কেন, কৃষকরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, উৎপাদনের প্রশ্নে কৃষকদের সহযোগিতায় সরকার কতটা দরদী। আমন চাষের প্রয়োজনীয় দানা-সার ডিএপি এবং ১০:২৬:২৬ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। বীজের নিম্নমান এবং সেচের প্রয়োজনীয় জলের অভাবের থেকেও এরাজ্যের কৃষকদের কাছে বড় সমস্যা হল সারের অভাব। শুধু বীজ বপন করে জমিতে জলসেচ করলেই হয় না, নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োজন। ইউরিয়া, পটাশ বাজারে মিললেও তা অগ্নিমূল্য। সার বিক্রি একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর হাতে। তারা চাষিদের অসহায়তার সুযোগে শুরু করেছে ফাটকাবাজি। বাংলাদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে সার পাচার করছে। এমনিতেই সারের দামবৃদ্ধিতে চাষের খরচ বেড়েছে। তার ওপর, সার কোম্পানিগুলি সারের সঙ্গে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় নিম্নমানের সার যেমন জৈব সার, অণুখাদ্য চাষিদের কিনতে বাধ্য করছে। এই বাড়তি সার না নিলে অতিরিক্ত দাম আদায় করা হচ্ছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে সার তৈরির কাঁচামাল ফসফরিক অ্যাসিডের দাম অত্যন্ত বেশি হলেও কেন্দ্রীয় সরকার সারে ভর্তুকি ক্রমাগত কমিয়ে যাচ্ছে। পরিণামে চাষির অবস্থা সঙ্গীন। আগে ডিএপি-র দাম ৯০০ টাকা ছিল, সরকার তখন ভর্তুকি দিত ৪৫০ টাকা। বর্তমানে উৎপাদন খরচ ২২০০ টাকা, অর্থাৎ প্রায় আড়াই গুণ হওয়া সত্ত্বেও সরকার তাতে ভর্তুকি দিচ্ছে সেই ৪৫০ টাকাই। সরকারি অনুদান এক টাকাও বাড়ানো হয়নি।

কৃষি-ভিত্তিকে মজবুত করার স্লোগান দিয়ে বাস্তবে ভয়ঙ্কর রকম দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য তথা দেশকে আমদানি করা খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। মরছে কৃষক, মরছে কৃষি, বিপন্ন হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। কৃষক সহ দেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে মালিকশ্রেণীর সরকারগুলির নেতৃত্বে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এই পরিকল্পিত আক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। এ রাজ্যের আলুচাষিরা সেই পথেই হাঁটতে শুরু করেছেন। আশা করি, অন্য চাষিরাও সংগ্রামের সেই পথ অনুসরণ করবেন।

সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারির প্রতিবাদে

জেলায় জেলায় কৃষক বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম ব্লকে সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে কৃষক বাঁচাও কমিটি যেমন এডিও অফিসে ডেপুটেশন এবং বারবিশাতে ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে, তেমনি উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা ব্লকে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষকরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

৫০ কেজির এক বস্তা ডিএপি সারের সরকার নির্ধারিত মূল্য যেখানে ৪৮৬ টাকা সেখানে কুমারগ্রামে তা বিক্রি হচ্ছে ৮০০-৯০০ টাকায়। ১০ ঃ ২৬ ঃ ২৬ সারের সরকার নির্ধারিত দাম ৩৭০ টাকা। বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ৬০০-৭০০ টাকায়। সার ব্যবসায়ীদের এই নির্মম কৃষক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক বাঁচাও কমিটি গত ৭ আগস্ট কুমারগ্রাম এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট অফিসারের নিকট ডেপুটেশন দেয়। তাদের দাবি, (১) সারের কালোবাজারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, (২) সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার বিক্রি করতে হবে, (৩) সমস্ত ক্রেতাদের ক্যাশমেমো দিতে হবে, (৪) ২০০৬ সালের আলুচাষিদের শস্যবিমার টাকা দিতে হবে প্রভৃতি। দাবিগুলি নিয়ে ১১ আগস্ট কুমারগ্রাম বিডিও অফিসে এডিও, সার ডিলার, সার বিক্রেতা এবং কৃষক বাঁচাও কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির পক্ষে শম্ভু সরকার সেখানে বক্তব্য রাখেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এম আর পি মূল্যে সার বিক্রির জন্য ডিলারদের বলা হয়, অন্যথায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

দেগঙ্গা এডিও অফিসে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক দাউদ গাজীর নেতৃত্বে ১২ আগস্ট ৮ দফা দাবিতে তিন শতাধিক কৃষক বিক্ষোভ দেখান। এডিও ন্যায্য দামে ক্যাশমেমো দিয়ে সার বিক্রির প্রতিশ্রুতি দেন এবং মজুতদাররা সার সরবরাহ বন্ধ করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এরপর বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। পরে এডিও অফিসের সামনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি গোপাল বিশ্বাস।

সার ব্যবসায়ীরা বেআইনিভাবে শুধু সারের দামই বেশি নিচ্ছে না, ৫০ কেজির বস্তাতে ৩-৪ কেজি সার কমও দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বাঁকুড়ার শিমুলিয়ার চাষিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং এক সার ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করেন।

আলুর বস্তা ফেলে পথ অবরোধ

বর্ধমানের গুসকরা - নতুনহাট রুটের কাসেমবাজারে কয়েকশো আলুচাষি ১৭ আগস্ট আলুর বস্তা ফেলে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। কেন এই অবরোধ, বোঝা গেল এক মাঝবয়সী চাষির বক্তব্যে। 'ছেলেটা একটা টাকা চাইলে দিতে পারি না বুঝলেন, এ দুঃখ কাকে জানাব! স্টোরের ভাড়া ৪৫ টাকা, আর আলুর দাম ৭০ টাকা প্রতি বস্তা। ঋণের দায়ে মরার চেয়ে লড়াই করে রাস্তাতেই মরা ভাল' — বললেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের দাবি ঃ (১) আলুচাষিদের হিমঘরের ভাড়া সরকারকে ভরতুকি হিসাবে দিতে হবে, (২) আলুচাষিদের ঋণ মকুব করতে হবে, (৩) এবছর চাষ শুরুর আগেই আলুর সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে, (৪) সার-বীজ-কীটনাশকের কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে, (৫) আলুচাষিদের বিনা সুদে ঋণ দিতে হবে, (৬) ঋণের দায়ে আত্মহননকারী চাষিদের পরিবারগুলির আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এই অবরোধে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী, সুব্রত বিশ্বাস, ইন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রমুখ। এই

অবরোধ থেকেই তৈরি হয় আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির স্থানীয় শাখা। কমিটির সভাপতি ইন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল এবং যুগ্ম সম্পাদক প্রসন্নদেব ঘোষ ও ধনঞ্জয় মণ্ডল ২৫ আগস্ট কলকাতায় আলুচাষিদের আইন অমান্যে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। গুসকরাতেও ৫০ জনের একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। সেখানেও বক্তব্য রাখেন প্রদ্যোৎ চৌধুরী, তপন মাঝি প্রমুখ। ধনেশ্বর পালকে সভাপতি ও তাপস গড়াইকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

মেদিনীপুর

বন্যাদুর্গত ভগবানপুরে ত্রাণসামগ্রী বণ্টন

১৫ ও ১৭ আগস্ট কমার্স হাউস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড ও এই সংস্থায় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ভগবানপুর থানা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার এবং আই এম এ-র কাঁথি শাখার সহযোগিতায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ১নং ব্লকের বাবিয়া, বাহাদুরপুর ও জাগাতিতলা এলাকার প্রায় ৫২টি বন্যাকবলিত গ্রামের মানুষের মধ্যে একটি ত্রাণ ও চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঐ শিবিরের জন্য কমার্স হাউস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন লিমিটেডের কর্মীরা ১ দিনের বেতন এবং কর্তৃপক্ষ ২১ হাজার টাকা দেয়। এছাড়া আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়ে ৫০০টি মশারি, ৩০০টি শাড়ি বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ৩০ হাজার টাকার ওষুধ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের হাতে এবং ১০ হাজার টাকা মেদিনীপুর জেলা নদী ভাঙন ও বন্যা-খরা প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধানের হাতে তুলে দেওয়া হয় বন্যার্ত মানুষকে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যের জন্য। শিবিরে কমার্স হাউসের পক্ষে মিঃ সারদা, মিঃ খোসলা, মিঃ মুরারকা এবং এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে সভাপতি বিমল জানা, সহসম্পাদক বিজয় নায়েক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে ডাঃ সজল বিশ্বাস, ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাস ও আই এম এ'র পক্ষে ডাঃ এন কেপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। ১০১০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং তাদের ওষুধও দেওয়া হয়। এই শিবির করতে স্থানীয়ভাবে বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ও অন্যান্যরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন।

রাজ্যে রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উদযাপিত

মধ্য প্রদেশ

সাগর ঃ ৫ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার চেতনা অধ্যয়ন কেন্দ্রে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩২তম স্মরণদিবস উপলক্ষে জনসভা হয়।

প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য নেতা কমরেড উমাপ্রসাদ। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতীয় পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের দিকগুলি এবং এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপরিহার্যতার দিকটি তুলে ধরেন।

সভার সভাপতি ছিলেন, দলের জেলা সম্পাদক কমরেড রাম অবতার শর্মা। তিনি বলেন, ভোটে সরকারের বদল ঘটানো গেলেও তার দ্বারা মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। সমাজতন্ত্র আনার জন্য চাই বিপ্লব।

সভা সঞ্চালন করেন কমরেড অশোক কুশবাহা।

ভোপাল ঃ 'রাজধানী সদী হলে' ৫ আগস্ট শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস পালিত হয়। সাগর, জবলপুর ও ভোপাল থেকে দলের সভ্য সমর্থক ও দরদী জনসাধারণ সভায় যোগ দেন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান। তিনি দেখান কীভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল সত্যগুলিকে বিশেষীকৃত করেছেন। সর্বশেষে তিনি জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে গণকমিটি গঠন করে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন কমরেড রামঅবতার শর্মা। বক্তব্য রাখেন কমরেড উমাপ্রসাদ ও সভা সঞ্চালন করেন কমরেড জে সি বাড়ই।

মহারাষ্ট্র

নাগপুর ঃ নাগপুরের রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি হলে ৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায় বলেন, সংসদীয় রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত দলগুলির ঘৃণ্য চরিত্র দেখে হতাশ ও বিরক্ত জনগণের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার উন্নত নৈতিকতা ও বিপ্লবী রাজনীতি আমাদের নিয়ে যেতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের নাগপুর কমিটির সম্পাদক কমরেড মাধব ভোন্ডে।

মুম্বই ঃ মুম্বইয়ের মহাত্মা ফুলে হলে ৭ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ও কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল বক্তব্য পেশ করেন কমরেড এ কে ত্যাগী। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দাত্তু গোবিন্দ কাজলে। সভা সঞ্চালন করেন কমরেড কুলশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেডস উমাশঙ্কর মৌর্য, জয়রাম বিশ্বকর্মা প্রমুখ।

সিকিম

গ্যাংটক ঃ প্রবল বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের প্রেস ক্লাবে ৭ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলি। পাহাড়ে ধস নামায় পশ্চিম সিকিম থেকে সভায় কেউ আসতে না পারা সত্ত্বেও সভায় উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০০৪ সালে সিকিমে দলের ছাত্রফ্রন্টের কাজ শুরু হয়। এই প্রথম এখানে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল।

দিল্লি

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে গভীর আবেগের সাথে পালিত হয়েছে ৫ই আগস্ট — যে দিনটিতে ৩২ বছর আগে শ্রমিকশ্রেণী হারিয়েছিল তাদের মহান নেতাকে। এদিন, এস ইউ সি আই দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির আহ্বানে গান্ধী পিস্ ফাউন্ডেশন হলে একটি সভা আয়োজিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন কমরেড প্রাণ শর্মা। রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামলও বক্তব্য রাখেন।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, অত্যন্ত কঠিন ও ভিন্ন জাতের এক দৃষ্টান্তমূলক জীবনসংগ্রামই কমরেড শিবদাস ঘোষকে সর্বহারার মহান নেতায় পরিণত করেছিল। যে প্রক্রিয়ায় তিনি এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন ও সর্বহারার বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এ কেবল প্রেরণাদায়কই নয়, শেখারও আছে অনেক। আমরা যদি তাঁর চিন্তাধারাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি, মার্কসবাদ - লেনিনবাদ - শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় নিজেদের বলীয়ান করতে পারি, তবে নিজেদের চেষ্টাতেই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমরা অর্জন করতে পারব। ফলে, কমরেড শিবদাস ঘোষ, মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাদের নিয়ে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলেন, তার তাৎপর্য আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

সেই সংগ্রামকে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে, আমাদের জীবন্ত রাখতে হবে। আমাদের অবশ্যই এগোতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দলের অভ্যন্তরে রিভাইটালাইজেশনের সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের প্রিয় নেতা, সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী। এই কাজ আমাদের অবশ্যকরণীয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রায়শই বলতেন, প্রতিটি জিনিসই নিয়ত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। চিন্তা পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে। বিজ্ঞান ও মানুষের জ্ঞান ক্রমাগত এগোচ্ছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানের ক্রমাগত যে বিকাশ হচ্ছে, কমিউনিস্টদের সেগুলো জানতে হবে, যাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবিষ্কৃত সত্যকে, দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিতে সংযোজিত করার দ্বারা তারা সাধারণীকৃত সত্য ধারণা গড়ে তুলে নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কমরেড শিবদাস ঘোষের যে চিন্তাধারাকে আজ কমরেড নীহার মুখার্জী বহন করছেন, আমাদের তা বহন করার যোগ্য হতে হবে। আমরা যদি সেই যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট না হই, তবে কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রামকে জানার কোনও মানে নেই।

কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রাম ও অবদানের বিষয়ে বিশদ আলোচনায় তিনি দেখান, কীভাবে কমরেড ঘোষ, মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাদের সাথে যথার্থ বিপ্লবী দল গড়ে তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্যিকারের সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-কে। কৈশোরে কমরেড ঘোষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। জেলে থাকাকালীন তিনি উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা এদেশের কোটি কোটি শোষিত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গভীর অনুশীলন থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ উপলব্ধি করলেন ও বললেন, স্বাধীন ভারতে গণমুক্তির জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন — সেটি পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

লেনিনীয় পদ্ধতিতে বিপ্লবী পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় কমরেড ঘোষ শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব ও বিপ্লবী দলের সাথে নিজের সমগ্র জীবনকে একাত্ম করেন এবং এই পথেই সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতা হিসাবে তাঁর অভ্যুদয় ঘটে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগের দ্বারা তিনি এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। বর্তমানে, জীবনে নানা সমস্যা প্রসঙ্গে দলের কমরেডদের সঙ্গে তথা জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে আমরা ঐ প্রক্রিয়াতেই 'ইউনিফর্মিটি অফ থিংকিং'-এ পৌঁছাই। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছাই যে, ভারত একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। বিপ্লবের প্রয়োজন সম্পর্কেও আমরা একমত। আমরা যখন বলি, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীকে হটানোই আমাদের কাজ, তখন আমরা 'সিঙ্গলনেস অফ পারপাস', বা সমউদ্দেশ্যমুখীনতা প্রকাশ করি। কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন, একটি সঠিক বিপ্লবী দল গঠন ও পরিচালনার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সমদৃষ্টিকোণ গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র পার্টিতে সমচিন্তাপ্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী, যখন তাদের শ্রেণীদলের নেতৃত্বে এই সমউদ্দেশ্যমুখীনতার ভিত্তিতে উঠে দাঁড়াবে, তখন তারা হবে অপ্রতিরোধ্য। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের বিপ্লব সফল করার সময়, সেই দেশের শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ছিল একটি অমোঘ হাতিয়ার — বিপ্লবী পার্টি।

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান তীব্র আর্থিক সংকট থেকে বেরোবার আশায় যে জনবিরোধী বিশ্বায়নের নকশা নিয়ে এসেছে, তার ধাক্কায় জনজীবন ছারখার হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের পথ ধরে ভারতীয় পুঁজিবাদও তীব্র বেকার সমস্যা সৃষ্টি করছে, ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, চরম দারিদ্র্য ডেকে আনছে। জনগণের উপর আক্রমণ কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই ঘটছে তা নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রই আজ আক্রান্ত।

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, স্বাধীনতার পর ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশের চরিত্র বিশ্লেষণ করে কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন যে, একচেটিয়া পুঁজির জন্ম এবং শিল্প ও ব্যাঙ্ক পুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। আজ দেখুন, ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতা করছে, অন্য দেশে কারখানা কিনে নিচ্ছে, এবং বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় যুক্ত করছে নিজেদের নাম। অন্যদিকে, সিপিএম, সিপিআই-এর মতো দলগুলো আজ সরাসরি 'সেজ'-সহ বিশ্বায়নের অন্যান্য নীতি কার্যকর করার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

এই অবস্থায় একেবারে নিচুতলা থেকে এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করা দরকার। কমরেড চক্রবর্তী আলোচনায় আরও দেখান যে, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত করার গভীর আকুতি থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ এ বিষয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে বহু অবদান রেখেছেন। শোধনবাদীদের ষড়যন্ত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রটির যে কালক্রমে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত হওয়ার বিপদ রয়েছে, এ বিষয়ে কমরেড ঘোষের হুঁশিয়ারি, বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল। পাশাপাশি, তাঁরই শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে, আজ বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী দলগুলি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী হয়েছে। পরিশেষে কমরেড চক্রবর্তী, দলের কর্মী-সমর্থকদের আহ্বান

ছয়ের পাতায় দেখুন

কারাবন্দি কমরেডরা উদ্‌যাপন করলেন ৫ই আগস্ট

আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে ৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের পর মার্কসবাদকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। সমাজের মুক্তিযন্ত্রণা তিনি বুকে বহন করতেন। দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক দরদ ও ভালোবাসা।

দলের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ দলের মধ্যে এমন এক সংগ্রামের জন্ম দিয়ে গেছেন যে, তাঁর চিন্তার ভিত্তিতেই বর্তমান কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ভারতে বিপ্লবের প্রস্তুতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

সবশেষে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক, দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ খুব অল্প বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদেশের সাধারণ মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এই রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ প্রয়োজন এবং সে জন্য প্রয়োজন একটি যথার্থ বিপ্লবী দলের সঠিক নেতৃত্ব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দ্বান্দ্বিক বিচারে তিনি সে সময়কার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্র চিনতে পেরেছিলেন এবং সুকঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঠিক মার্কসবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার উল্লেখ করে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএমের মতো ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চূড়ান্ত শোষণ-নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাদের অসহনীয় দুর্দশায় ফেলছে, সে কথা বলেন। এ থেকে মুক্তির জন্য পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি দিকে দিকে অসংখ্য গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করার ডাক দেন।

কারাভ্যন্তরে নানা অসুবিধার মধ্যেও বন্দি এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থকরা যেভাবে দলের আদর্শ নিয়ে চলার চেষ্টা করছেন, সে শক্তি তাঁরা পান কোথা থেকে — এ প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড পুরকাইত বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছেন, বিপ্লবীরা বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত করে কাজ করে যায়। সেই শিক্ষা স্মরণে রেখেই আমরা চলার চেষ্টা করছি।

পরিশেষে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে দলের নেতা-কর্মীদের চেতনার উন্নত মান গড়ে তোলা এবং সংগঠনকে মজবুত ও সম্প্রসারিত করে গণআন্দোলন সংগঠিত করার যে আহ্বান প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী জানিয়েছেন, তা সঠিকভাবে কার্যকর করার শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়েই যে সর্বহারার মহান নেতার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যায় — এ'কথা বলে কমরেড পুরকাইত তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

শিল্পায়ন কেবল বুলিতে পুঁজি যাচ্ছে শেয়ারের ফাটকায়

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যখন শিল্পায়নের বুলি আওড়ে চাষির জমি কাড়ছে, তখনই পুঁজিপতিরা তাদের হাতের উদ্বৃত্ত পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ না করে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য টাকাকড়ির বাজারে (ক্যাপিটাল মার্কেটে) ঢালছে। কেন ঢালছে? তাহলে কি শিল্পে মাল তৈরি করে এবং তা বেচে মুনাফা মালিকরা যতটা চাইছে ততটা মুনাফা করা যাচ্ছে না? সমস্যাটা তুলে ধরে ২৮ জুলাই ইকনমিক টাইমস লিখেছে — কলকারখানা আধুনিকীকরণ করতে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে বিপুল পুঁজি ঢালা সত্ত্বেও বাজারে চাহিদা কম হওয়ায় বাড়তি উৎপাদন ব্যয়টা বাড়তি দাম আকারে সে ক্রেতার ওপর চাপাতে পারছে না। ফলে উৎপাদন বাড়াতে গেলে তার লাভের হারটা কমে যাচ্ছে। ১৫০০ কোম্পানির লাভক্ষতির হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ২০০৬-০৭ সালে তাদের লাভের হার ছিল ৩৯.৩ শতাংশ। ২০০৭-০৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫.৩ শতাংশ। এই অবস্থায় শিল্পপতিরা কী করছে? বাড়তি মুনাফার জন্য তারা ছুটছে ফাটকা বাজারে।

প্রথমেই বোঝা দরকার পুঁজি তার নিজস্ব নিয়মেই সর্বোচ্চ মুনাফার পিছনে না ছুটে পারে না। সেজন্য যদি ঠকবাজি, প্রতারণা, দুর্নীতির সঙ্গে জড়াতে হয় তাতেও কোন দ্বিধা থাকে না। দেশ, রাষ্ট্র, জনকল্যাণ, গণতন্ত্র, আইনের শাসন — পুঁজির আনুগত্য এগুলির প্রতি নয়, তার একমাত্র আনুগত্য সর্বোচ্চ মুনাফার কাছে। এই সর্বগ্রাসী আনুগত্যের জন্যই যুদ্ধ, হত্যালীলা, জলদস্যুতা — সবই করেছে পুঁজিবাদ, ইতিহাস তার সাক্ষী। আধুনিক পুঁজিবাদের আইনস্বীকৃত জুয়ার আড্ডা হল পুঁজির বাজার, চলতি কথায় মানুষ যাকে বলে শেয়ার বাজার। যদিও সেখানে শেয়ারে ছাড়া আরও নানাভাবে অর্থলগ্নী করার ব্যবস্থা থাকে তৎসত্ত্বেও বোঝার সুবিধার জন্য আমরা তাকে শেয়ার বাজারই বলব।

সম্প্রতি ইকনমিক টাইমস প্রদত্ত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের তথাকথিত শিল্পায়নের রথের ঘোড়া টাটা মোটরস ২০০৬-০৭ সালে ৩৬৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা পুঁজি খাটিয়েছিল শেয়ারবাজারে। ২০০৭-০৮ সালে এর পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৭৬৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এক বছরে টাটা মোটরসের হাতে বাড়তি পুঁজি এসেছে প্রায় ৪০৪ কোটি টাকা, যা তারা খাটাচ্ছে, শিল্পে নয়, শেয়ার বাজারে। শেয়ার বাজারের দুটো ভাগ, প্রাইমারি মার্কেট ও সেকেন্ডারি মার্কেট। নতুন শিল্প তৈরি বা পুরনো শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যদি কোম্পানি বাজারে নতুন শেয়ার ছাড়ে তবে তা বিক্রি হয় প্রাইমারি বা নতুন বাজারে। আর পুরনো শেয়ার বেচাকেনা হয় সেকেন্ডারি বা পুরনো বাজারে। পুরনো বাজারে কম দামে শেয়ার কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারলে শেয়ার মালিকের লাভ হয় বটে, কিন্তু শেয়ার যে কোম্পানির তার মূলধন বাড়ে না। পুরনো শেয়ারের বাজারে দামের ওঠাপড়া হয় চাহিদা ও যোগানের টানাপোড়েনে, আর পুঁজির জোরে চাহিদা বা যোগান কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দর চড়িয়ে বা দর ফেলে দিয়ে চলে ফাটকাবাজি।

ইকনমিক টাইমস বলেছে, নতুন বাজার শুকনো, সেখানে বেচাকেনা নেই। এর মানে হল, নতুন শিল্প হচ্ছে না, হলেও তা নামেমাত্র। তাই নতুন শিল্প গড়ার জন্য মূলধন সংগ্রহ করতে নতুন বাজারে শেয়ার বেচার চাড় নেই। যেমন টাটা যে কোরাস কোম্পানি কিনেছে তাতে শিল্পসম্প্রসারণ হয়নি। নতুন শিল্পও হয়নি। কেবল কোরাসের মালিকানা বদল হয়েছে। কাজেই টাটার কোরাস কেনা বা লক্ষ্মী মিত্তালের আর্সেলর স্টিল কেনা মানে শিল্পায়ন নয়। কিন্তু ভাব দেখানো হচ্ছে, যেন শিল্পায়নের হদ্দমুদ্দ। পুঁজিবাদের এই মরণদশার যুগে শিল্পায়ন হচ্ছে কেবল সি পি এম নেতাদের ধোঁকার বাজারে। বাস্তবে লাগাতার শিল্প হচ্ছে না, বাজারে ক্রয়ক্ষমতার অভাবে। কাজেই মুনাফা শিকারের জন্য উদ্বৃত্ত পুঁজি যাচ্ছে পুরনো শেয়ার বাজারে।

দৈনিক সংবাদপত্রের রোজকার খবর — শেয়ারবাজারে সূচক চড়ছে। বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা আর ঝানু বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতারা বলছেন — এই তো অর্থনীতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কী করে তা হল? অর্থনীতির স্বাস্থ্য ভাল হলে তো বাড়তি পুঁজি নতুন শিল্পে যাওয়ার কথা। অথচ তা যাচ্ছে না কেন? আসলে মানুষের কেনার ক্ষমতা না থাকায় বাজারে চাহিদা নেই তাই শিল্প হচ্ছে না — এই ছবিটাই বেরিয়ে আসছে তথ্য থেকে। অর্থনীতিতে মন্দা যত বাড়ছে, তত বাড়ছে উদ্বৃত্ত পুঁজির পরিমাণ। কিন্তু পুঁজি বসে থাকতে পারে না। তাই পুঁজিবাদী শেয়ারবাজারে ফাটকার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে যেমন বিদেশি উদ্বৃত্ত পুঁজি আসছে তেমনি আসছে ভারতীয় একচেটিয়া কোম্পানির উদ্বৃত্ত পুঁজি। ইকনমিক টাইমস সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১০০টি ভারতীয় কোম্পানি ২০০৭-০৮ সালে পুঁজির বাজারে ৩৬ শতাংশ বেশি বিনিয়োগ করেছে। ২০০৬ সালে তারা ১৯,১২৩ কোটি টাকা পুরনো বাজারে শেয়ার বা অন্যান্য লগ্নিপত্রে বিনিয়োগ করেছিল। এইসব লগ্নিপত্রের বিক্রির দর হয়েছিল ৬৬,৮১০ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ সালে তাদের বিনিয়োগ ছিল ২৬,৩৯৬ কোটি টাকা, যার বাজার দর দাঁড়িয়েছে ১,০১,২১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ তাদের বিনিয়োগের বাজারদর বেড়েছে ৫২ শতাংশ। লাভের অর্থে বিপুল।

'শিল্পায়ন' 'শিল্পায়ন' বলে আওয়াজের বিরুদ্ধে আমরা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা বলেছিলাম, তা সঠিক। বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারের রমরমা এজন্যই।

ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা-ইজরায়েলের যুদ্ধচক্রান্ত

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইজরায়েলকে বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করতে। ইজরায়েলও ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ব্রিটেনের সানডে টাইমস্ ১৩ জুলাই লিখেছে, মার্কিন সেনানায়করা বিরুদ্ধতা করলেও এবং ইরানের উপর বিমানহানার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল নিয়ে নানা মহল থেকে গভীর আশঙ্কা ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ইরানের প্রধান প্রধান পারমাণবিক ক্ষেত্রগুলিতে দূরপাল্লার বিমানহানার জন্য ইজরায়েলকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'হলুদ আলোর' সঙ্কেত দিয়েছেন বলে পেন্টাগনের এক কর্তা সানডে টাইমসকে জানিয়েছেন।

ঐ সাংবাদিক বলেছেন, 'অ্যাম্বার লাইট' বা 'হলুদ আলো'র সংকেত দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, প্রস্তুতি চালিয়ে যাও, যেকোন সময় আক্রমণ হানার জন্য তৈরি থাকো এবং প্রস্তুত হওয়ামাত্র আমাদের জানাও। কিন্তু ইজরায়েলিদের একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কোনও সাহায্য যেন তারা আশা না করে এবং ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিগুলিও ইজরায়েল ব্যবহার করতে পারবে না।

ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণে আমেরিকার সহায়তা ইজরায়েল পাবে না, অথচ ১৩ জুলাইয়ের জেরুজালেম পোস্ট রিপোর্ট করেছে, 'ইরাকি প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এক সূত্র থেকে শুক্রবার এক স্থানীয় সংবাদ সংস্থাকে বলা হয়েছে যে, ইরাকের আকাশপথে ইজরায়েলি বিমানবাহিনী মহড়া দিচ্ছে, এবং ইরানে আঘাত হানার প্রস্তুতি হিসাবে ইজরায়েলি বিমান ইরাকে মার্কিন বিমান ডেরায় অবতরণও করছে।'

এভাবেই আমেরিকার শক্তিশালী সামরিক-শিল্পপতি ও তেল ব্যবসার সাথে যুক্ত একচেটে পুঁজিপতি চক্র ইরাকের প্রতিবেশি দেশগুলির উপর আক্রমণ চালাতে পুনরায় ইজরায়েলকে প্রক্সি হিসাবে ব্যবহার করছে। একথা সকলেই জানে, ইজরায়েলকে অস্ত্র ও অর্থ এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে পূর্ণ মদত দেয় মার্কিন সরকার। ফলে আমেরিকার স্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া ইজরায়েলের পক্ষে এধরনের কিছু করাই অসম্ভব।

বাস্তবেও মার্কিন সরকার ইরানে বোমা ফেলার জন্য ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীকে এগোতে বলছে। ঐ অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে উস্কানি দিতে কিছু একটা 'ঘটনা' তৈরি করার চেষ্টায় রয়েছে তারা। মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটের প্রস্তাবে প্রেসিডেন্টকে ইরানে অবরোধ শুরু করার জন্য বলা হয়েছে।

মার্কিন প্রতিনিধি সভার প্রস্তাবে দাবি তোলা হয়েছে, ইরানে মানুষের যাতায়াত এবং সকল গাড়ি, বিমান, জাহাজ, ট্রেন, মালবাহী পরিবহনের প্রবেশ ও নির্গমনের উপর কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করুন জর্জ বুশ। এই দাবি কার্যকর করতে হলে হরমুজ প্রণালীতে আমেরিকাকে নৌ-অবরোধ জারি করতে হয়, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণাই।

ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও বাহ্‌রিন-এর তেল সহ বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-চতুর্থাংশের পরিবহন এই হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে হয়।

মার্কিন কংগ্রেস ও সেনেটের উল্লিখিত দু'টি প্রস্তাবেই ইরানের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করার অভিযোগ আনা হয়েছে, যদিও ঘটনা হল, গত ডিসেম্বর মাসেই মার্কিন ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স এস্টিমেট রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে, আমেরিকার প্রধান গোয়েন্দা সংস্থাগুলির প্রত্যেকেই মনে করে, পরমাণু অস্ত্র তৈরির কোনও কর্মসূচি ইরানের নেই। অথচ, আরব ভূখণ্ডে পরমাণু অস্ত্রের আসল বিপদ যে আমেরিকার দিক থেকেই আসছে, এবং একমাত্র আমেরিকাই যে ওখানে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করেছে ও পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত নৌবহর মোতায়েন করে রেখেছে, সে বিষয়ে কোনও উল্লেখ মার্কিন কংগ্রেসের ঐ প্রস্তাবে করা হয়নি। ইজরায়েলের হাতেও যে কমপক্ষে ২০০টি পরমাণু অস্ত্র আছে, একথাও প্রস্তাবে বলা হয়নি। সাথে সাথে দু'জন প্রথম সারির সিনেট সদস্য ১৫ জুলাই ঘোষণা করেন যে, ইরানকে টার্গেট করে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা প্রসারিত করার জন্য মার্কিন প্রতিনিধি সভায় দুই দলের মধ্যে সহমত হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে ইরানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আমেরিকার মদত শুরু হয়েছে। ৭ জুলাই নিউইয়র্কার পত্রিকায় সিমোর হার্স, ইরানে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাবার জন্য মার্কিন কংগ্রেস ৪০ কোটি ডলার খরচের অনুমোদন দিয়েছে বলে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। ইরান সরকারের বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে মদত, ইরানি বিশেষ সেনাবাহিনীর সদস্যদের অপহরণ করে ইরাকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা, ইরানি শাসনব্যবস্থাকে অস্থির করে তোলা ইত্যাদিই হচ্ছে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের লক্ষ্য। হার্স-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এইসব কার্যকলাপ অন্তত গত এক বছর ধরেই চলছে। কিন্তু এখন একেবারে মার্কিন পার্লামেন্টের অনুমোদন পেয়ে যাওয়ায় তার পরিধি বিস্তৃত করা হচ্ছে।

অতএব, এ কথা পরিষ্কার যে, মধ্যপ্রাচ্যের তেলভাণ্ডারের উপর দখল কায়েম করার জন্য বুশ সরকার বিরামহীন যুদ্ধের কর্মসূচি নিয়ে চলেছে। সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার যে, এই বিরামহীন যুদ্ধ পরিকল্পনায় ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দুই দলই সাথী, যেমন ছিল ইরাক আগ্রাসন ও দখলের ক্ষেত্রেও। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী বা একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত আমেরিকার চরম সংকটে জর্জরিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটির টিকে থাকতে হলে বিরামহীন যুদ্ধের প্রয়োজন। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দুই দলই মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক প্রতিনিধি। স্লোগান আলাদা হলেও মূল চরিত্রে ও লক্ষ্যে এরা একই। এই অবস্থায় আমেরিকার সমস্ত প্রগতিশীল কর্মী ও সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ হয়ে আর একটি বর্বর যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে আন্দোলনে নামা দরকার এবং দাবি তোলা দরকার যে, ইরানের বিরুদ্ধে বেআইনি অবরোধ ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই আমেরিকায় 'স্টপ ওয়ার অন ইরান' নামে সংগঠন গঠিত হয়েছে এবং তারা দেশের মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকা, নিউইয়র্ক ২৪-৭-০৮)

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উদযাপিত

পাঁচের পাতার পর

জানিয়ে বলেন, যে কর্তব্য সম্পাদন করার দায়িত্ব মহান নেতা আমাদের উপর অর্পণ করে গিয়েছেন, সে পথে এগোবার জন্য এস ইউ সি আইকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করাই আজ আমাদের মূল লক্ষ্য।

হরিয়ানার রোহটকের সভাতেও কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। রোহটক জেলা সম্পাদক কমরেড অনুপ সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবানও ভাষণ দেন।

গুজরাট

গুজরাটের ভদোদরায় ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উপলক্ষে সমাবেশ। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড ছায়া মুখার্জী। এস ইউ সি আই গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড ভরত মেহতা সভাপতিত্ব করেন।

সিপিআই দলটি যে যথার্থ কমিউনিস্ট দল নয়, ১৯৪২ সালে কারারুদ্ধ অবস্থাতেই সে কথা বুঝে ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র প্রকৃত সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের সুকঠিন সংগ্রাম, যা তাঁর জীবনসংগ্রামের অঙ্গীভূত ছিল, সে বিষয়ে কমরেড ছায়া মুখার্জী আলোচনা করেন। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, যা গোটা দেশের সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করছে, তার জন্য তিনি কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের জনবিরোধী নীতিকেই দায়ী করেন। তিনি আরও বলেন, ড্রাগ, মদ ও প্রচারমাধ্যমে অশ্লীলতার জোয়ার বইয়ে দিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী এদেশের ছাত্র-যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইছে যাতে তারা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার দ্বারাই সর্বহারার মহান নেতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা সম্ভব।

এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন, দলের গুজরাট স্টেট ইনচার্জ কমরেড দ্বারিকানাথ রথ।

সুদানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জী

সুদান ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও সুদান সরকারের উদ্যোগে আফ্রিকার সকল দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে ৩ আগস্ট খারটুম-এর ফ্রেন্ডশিপ হলে এক বিশাল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হলের মধ্যে ৩ হাজার প্রতিনিধি ছাড়াও হলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র, বিশেষত 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট' নামে আমেরিকার তৈরি আদালত যেভাবে সুদানের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করার কথা ঘোষণা করেছে, তার বিরুদ্ধেই 'আফ্রিকার প্রতিবাদ' হিসাবে এই সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়। অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। পাশাপাশি, সমগ্র আফ্রিকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা অধ্যাপক ঘাভুর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কমরেড মানিক মুখার্জীকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর সাথে সাথে উদ্যোক্তারা কমরেড মানিক মুখার্জীকে সম্মেলনের মূল মঞ্চে ডেকে নেন। ওখান থেকেই তিনি বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যকে মুহুর্মুহু হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান উপস্থিত প্রতিনিধিরা। মঞ্চে সুদানের প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। কমরেড মানিক মুখার্জী, সম্মেলনে যোগদান করার পাশাপাশি, লেবানন, গ্রিস প্রভৃতি দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন নিয়ে মতবিনিময় হয়।

সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জীর ভাষণ ঃ

সমবেত সংগ্রামী বন্ধুগণ,

সাম্রাজ্যবাদের দখলদারীর বিরুদ্ধে সুদানের জনগণের সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় সংগ্রামী জনগণের সংহতির বার্তা নিয়ে আমি এসেছি। ভারত ও সুদান এই দুই দেশই দীর্ঘকাল ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জোয়ালে বাঁধা। সাম্রাজ্যবাদের উস্কানিতে তৈরি ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ ও রক্তপাতের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা দুই দেশের জনগণেরই রয়েছে। আপনাদের বুকের ব্যথা আমরা বুঝতে পারি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রামের আমরা শরিক। আজ মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দুনিয়ার দেশে দেশে যুদ্ধ ও হত্যালীলা চালাচ্ছে। যুগোস্লাভিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান ধ্বংস করার পর তারা এখন সুদান, ইরান, প্যালেস্টাইন, লেবাননের মতো দেশগুলির দিকে নজর দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে সুদানের তেল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম, তামা প্রভৃতি বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে। তাই সুদান আজ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার। সুদানবাসী মানবগোষ্ঠীগুলির বৈচিত্র্য বিপুল। কিন্তু শত শত বছর ধরে নানা ধরনের আদানপ্রদান ও সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে তারা সকলেই আজ একটা সাধারণ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের শরিক। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি কায়েম রাখতে ঘৃণ্য 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' কৌশল প্রয়োগ করে সুদানকে দরিদ্র, পশ্চাদপদ ও দুর্বল করে রেখেছে। তারা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ও বিভেদকে বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে ১৯৫৬ সালে যখন তারা সুদান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় তখন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে তারা সুদানকে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়ে যায়। বিবদমান গোষ্ঠীগুলির এক একটিকে মদত দিয়ে অপরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা সুদানের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের আগুনে ঘি ঢেলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের জোয়ারের যুগে বিশ্বের নানা দেশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়। সে সময়েই আফ্রিকার নানা ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলির বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ সেই সব দেশের জাতীয় সরকারগুলির হাতে আসুক, এটা সাম্রাজ্যবাদ চায়নি। তাই কোনও পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশের সরকার যখনই স্বাধীন বিকাশের দিকে ঝুঁকেছে বা কোনও দেশের গণআন্দোলনে পুঁজিবাদবিরোধী সুর দেখা গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা সে দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেসব দেশের ভেতর রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা, তথাকথিত বিদ্রোহীগোষ্ঠী তৈরি করা, সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ চালানো, এমনকী সেনাবাহিনী নামিয়ে সেই দেশ দখল করা — কিছুই তারা বাদ দেয়নি। সেই সব দেশের স্বাধীনচেতা সরকারকে ফেলে দেওয়ার গোপন ছক তারা কার্যকর করেছে। এই ধরনের চক্রান্ত আমরা কঙ্গো, ঘানা, গিনি-বিসাউ, অ্যাঙ্গোলা ও সোমালিয়া সহ আফ্রিকার নানা দেশে দেখেছি। এই সব ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আফ্রিকার দেশগুলিকে চিরকাল সাম্রাজ্যবাদের পদানত করে রাখার জন্য আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউ এস এইড প্রভৃতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত আর্থিকসংস্থা আফ্রিকার হীনকৌশলে অন্যতম স্তম্ভ হল ভেদনীতি। তারা জাতিতে জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে বিরোধকে মদত দিয়ে বাড়ায়, এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপর গোষ্ঠীকে খাড়া করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, টাকাপয়সা দিয়ে সংঘর্ষ জিইয়ে রাখে। এই ঘৃণ্য চালাকি কাজে লাগিয়ে তারা সুদানে প্রায় পঞ্চাশ বছর গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে গৃহযুদ্ধে সুদান বিধ্বস্ত। প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ এই সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন। আরও বহু লক্ষ গৃহহারা হয়েছেন। এই সংঘর্ষ সুদানের অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিয়েছে। যার ফলে দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাব, অপুষ্টি ও অনাহার। চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। অবশেষে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর একটা সামগ্রিক শান্তি চুক্তি ২০০৫ সালে নাইরোবিতে স্বাক্ষরিত হয় এবং সুদানের যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণ শান্তি ও সৌভ্রাত্রের পরিবেশ ফিরে আসার আশা করতে শুরু করে। কিন্তু যে মুহূর্তে সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হল, তখনই মার্কিন শাসক ও তাদের সাঙাৎরা দারফুরে সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

খারটুমে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সভামঞ্চে নেতৃবৃন্দ। কমরেড মানিক মুখার্জী (বাঁদিকে প্রথম), সুদানের প্রেসিডেন্ট আল বসির (বাঁ দিক থেকে চতুর্থ) ও অধ্যাপক ঘাভুর (ডানদিকে সর্বশেষে)। ইনসেটে কমরেড মানিক মুখার্জী বক্তব্য রাখছেন।

দেশগুলির উন্নয়নের গলা টিপে ধরেছে। লুঠের ভাগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে কোন্দল আফ্রিকার দেশগুলিতে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ বাড়িয়ে তুলেছে।

স্বাধীন সুদান সাম্রাজ্যবাদের হুকুম না মেনে, নিজস্ব উদ্যোগে তার আর্থিক সম্পদের বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করেছিল; নিজস্ব তৈলসম্পদের ওপর মার্কিন থাবা বসাতে দেয়নি। মার্কিন নেতৃত্বে ইরাকের যুদ্ধ ও শেষপর্যন্ত ইরাক দখল মেনে নেয়নি সুদান। এতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্ষিপ্ত হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে সুদানে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। সুদান রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে, এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে তারা ১৯৯৮ সালে সুদানের ওষুধ কারখানার ওপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। পদত্যাগী মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্কের নেতৃত্বে তদন্তকারী দল প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে মার্কিন অভিযোগ কতবড় মিথ্যা। সেই র‍্যামসে ক্লার্কই আমাদের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপল্‌স সলিডারিটি কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি। সুদানের প্রয়োজনীয় ওষুধের ৬০ শতাংশের জোগান দিত এই কারখানা। ক্ষেপণাস্ত্র মেরে সেই কারখানা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত দেয়নি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদী দারফুরে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেকার বিরোধকে সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ ও আরবদের মধ্যে জাতিদাঙ্গা হিসাবে দেখায়। একজন বিশ্লেষক বলেছেন, "দারফুরের সংঘর্ষে যারা জড়িত, তাদের কারোকে 'আরব' কারোকে 'আফ্রিকান' বলা হলেও তারা সকলেই সুদানের মানুষ ও কৃষ্ণাঙ্গ। সকলেই ধর্মে মুসলমান ও এলাকার মানুষ।" দীর্ঘ খরা, দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র দারফুরের জনগণকে চূড়ান্ত দুরবস্থার মধ্যে টেনে নামিয়েছে। সামান্য যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে তার ভাগ নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাড়াকাড়ি চলছিল, অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা এরই সুযোগ নিয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার বিরোধের আগুনে ঘি ঢেলে তারা সুদানে তাদের অপছন্দের সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করেছে এবং এইভাবে তাদের সুদানে হস্তক্ষেপ করার রাস্তা পরিষ্কার করেছে। সুদানের সরকারবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে মার্কিন ও ইউরোপের পুঁজিপতিরা নৈতিক সমর্থন ও মদত যুগিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি বা তাদের বশংবদ সরকারকে দিয়ে এই সব বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে সামরিক ট্রেনিং দিয়েছে, সাহায্য সমর্থন যুগিয়েছে ও তাদের তাতিয়েছে। সুদানের ভেতরে সংঘর্ষকে উস্কে দিয়ে তারা এখন দারফুরে গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। পশ্চিমী দুনিয়ার দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি, পুঁজিপতিদের মুখপাত্ররা, এমনকী কিছু বিভ্রান্ত উদারপন্থীরা এখন দারফুরকে 'বাঁচাবার' জন্য বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ দাবি করছে। জর্জ বুশ, কন্ডোলিজা রাইস, জন বোল্টন, জেনারেল কলিন পাওয়েল, জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ক, টনি ব্লেয়ার প্রমুখ মার্কিন-ব্রিটিশ নেতারা 'গণহত্যা'র পরিপ্রেক্ষিতে সুদানে হস্তক্ষেপের পক্ষে সরাসরি ওকালতি করছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের এই কার্যকলাপের মধ্যে আমরা একটা পরিকল্পিত ছক দেখতে পাচ্ছি। গৃহযুদ্ধে ইন্ধন দেওয়া ও বিবদমান গোষ্ঠীর এক একটিকে সাহায্য সমর্থন দিয়ে গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার পর এখন তারা 'যুদ্ধপরাধ', 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' ইত্যাদি বুলি আউড়ে বিচার ও শাস্তি দাবি করছে। কাম্বোডিয়া, রোয়ান্ডা ও যুগোস্লাভিয়ায় আমরা একই জিনিস দেখেছি। সর্বত্র, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা সবচেয়ে সোচ্চার তাদের বিরুদ্ধেই এই সব অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা দেখছি, সুদানেও তারা একই ছক ধরে এগোচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকার দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি দারফুরের জনগণের দুর্দশা নিয়ে তীব্র প্রচার অভিযান চালিয়েছে এবং সুদানের পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি করার জন্য এমনকী বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ও সুদানের মাটিতে স্থায়ীভাবে পশ্চিমী বাহিনীর থাকার পক্ষে রায় দিয়েছে। ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে, মানবিকতার ধুয়ো তুলে তথাকথিত শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য উত্তেজনা প্রশমন বা শান্তিরক্ষা নয়, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা। কোরিয়া, কঙ্গো, রোয়ান্ডা বা যুগোস্লাভিয়ার মতো ঘটনাগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

২০০৬ সালে আফ্রিকান ইউনিয়নের উদ্যোগে সুদান সরকার ও দারফুরের বৃহত্তম জঙ্গিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষজনিত ক্ষত নিরাময় ও উত্তেজনা প্রশমনের পথে পদক্ষেপ হিসাবে দারফুর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ সংঘর্ষের অবসানের পথে বাধা হিসাবে কাজ করছে। সাম্রাজ্যবাদের মদতে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি সংঘর্ষ জারি রেখেছে। এই ধরনের এক সন্ধিক্ষণে সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলিহেলনে ইন্টারন্যাশানাল ক্রিমিনাল কোর্ট সুদানের নেতাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ এনে তার বিচার শুরু করেছে। ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকরা দু'জন শীর্ষস্থানীয় সুদানী অফিসারের বিরুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনেছে। সম্প্রতি ১৪ জুলাই তারা সুদানের রাষ্ট্রপতি ওমর হাসান আল বসিরের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ এনেছে। আমরা এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আফ্রিকান ইউনিয়ন ও আরব লিগ আন্তর্জাতিক আদালতের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে এবং বলেছে, বিচারের এই প্রহসন দারফুর এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বানচাল করবে। এতে আমরা আনন্দিত। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে করেন, বহিঃশক্তির এইসব কার্যকলাপ সুদানের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত। সুদান সরকার ও সুদানের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইলের কাছে নতি স্বীকার না করতে বদ্ধপরিকর, তাকেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্বজনমত ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে। সুদানের জনগণের এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইতে তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটি সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, একমাত্র সুদানের জনগণই সেদেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করার অধিকারী। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বা চাপ মুক্ত থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার মীমাংসা একমাত্র সুদানের জনগণই করতে পারেন। সুদানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কি না, তা নির্ধারণ করার ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র সুদানের জনগণেরই আছে। মানবাধিকার কী করে রক্ষা

আটের পাতায় দেখুন

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে

আসাম রাজ্য কমিটি

আসামে পুনরায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পটভূমিতে এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য কমিটি ২২ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেছে,

আসামে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাজ্যের নানা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড এবং চরম সাম্প্রদায়িক, জাতিবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী শক্তিগুলির সম্মিলিত ভয়াবহ প্রচার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও তাদের চরম হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। '৭০-এর দশকের শেষভাগে যখন থেকে বিদেশিদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়, সেদিন থেকেই এস ইউ সি আই বলে এসেছে যে, বিদেশি নাগরিক, বাংলাদেশ বা অন্য যেকোন ও দেশেরই হোক, তাদের অনুপ্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে আসামের জনগণের সমস্ত আশঙ্কা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এই দাবিও এস ইউ সি আই তুলেছে যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে ভিত্তি বর্ষ ধরে সত্যিকারের বিদেশি কারা, আইন অনুযায়ী তা চিহ্নিত করার কাজটি অতি দ্রুত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। বিচারব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি হল, বিচারের প্রক্রিয়ায় 'অপরাধ' প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযোগকারীর। কিন্তু আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও ক্ষোভের সাথে লক্ষ করলাম যে, বাতিল হয়ে যাওয়া আই এম ডি টি আইনটি যদিও মূলত বিচারের ওই মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করেই রচনা করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স আইনে এই নীতি মানা হয়নি। তাই এস ইউ সি আই দাবি করেছে যে, বিদেশি সনাক্তকরণের জন্য আই এম ডি টি আইনের এই মৌলিক নীতিগত ন্যায্য ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে একজনও প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক বিনা কারণে হয়রানি, দুর্ব্যবহার বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও ন্যায়বিচার পান। সাথে সাথে এস ইউ সি আই সরকারের কাছে এই দাবিও করেছে যে, প্রশাসনের কাজে পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। এই কাজের সাথে যুক্ত সকলকে দেখতে হবে, যাতে কোনরকম বিদ্বেষমূলক মনোভাব তাদের মধ্যে না দেখা দেয়, যেটা ঘটলে ন্যায়বিচার মার খেতে বাধ্য।

বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করা ও তাদের নিজ দেশে, আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিপ্রথা অনুযায়ী ফেরত পাঠানোর প্রশ্নে আমাদের কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে আসামের জনগণের যে আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, তাকে যেভাবে সাম্প্রদায়িক, জাতিবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী শক্তিগুলি তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে ঘৃণার মনোভাব ছড়াচ্ছে, অভিবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণের প্রতি বিরূপতা সৃষ্টি করতে চাইছে এবং সাথে সাথে নির্বাচনী স্বার্থে মুসলমান মানুষমাত্রকেই অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। এই হীন কার্যকলাপ যদি এখনই অঙ্কুরেই বন্ধ না করা হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে ব্যুমেরাং হয়ে যাবে। বিদেশি চিহ্নিত করার কাজটি প্রকৃত বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ায় শান্ত পরিবেশে না করা হলে, তা জঘন্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন ডেকে আনবে এবং শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রক্তাক্ত পরিস্থিতির জন্ম দেবে। একমাত্র সঠিক পথ ও পদ্ধতিতে কাজ করার দ্বারাই ন্যায্য লক্ষ্য পূরণ হতে পারে — ইতিহাসের এই অমোঘ শিক্ষা স্মরণে রেখে এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটি আসামের জনগণের প্রতি এই আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে যে, যারা প্রকৃত বিদেশি সনাক্তকরণ ও তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য জনগণের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষাকে দিকভ্রান্ত করে দিয়ে অসৎ পথে চালিত করতে চায় ও সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাতে চায়, তাদের সম্পর্কে জনগণ যেন সতর্ক থাকেন। সকল প্রকার প্ররোচনা এড়িয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেওয়ার জন্য চিন্তাশীল মানুষদের প্রতিও আমরা দলের পক্ষ থেকে আবেদন জানাচ্ছি। পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজরদারি রাখার ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনওরকম সম্ভাবনাকেই শক্তহাতে দমন করার জন্য সরকারের কাছেও আমরা দাবি করছি।

সুদানে কমরেড মানিক মুখার্জী

সাতের পাতার পর

করতে হয়, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে তা শেখার দরকার সুদানের জনগণের নেই। সুদানের রাষ্ট্রপতি আল বসিরের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার ও পরিবর্তে জর্জ বুশ ও তাঁর স্যাঙাতদের ইরাক, আফগানিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধ, আবু গ্রাইব ও গুয়ান্তানামো কারাগারে আবদ্ধ বন্দিদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের জন্য কাঠগড়ায় তোলার দাবিতে আজকের এই মঞ্চ সোচ্চার হোক ।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী জনগণের সংহতি জিন্দাবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ সুদান থেকে হাত ওঠাও।

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে **তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই-এর**

১ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ মিছিল

শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি ও নলেজ কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও-র ডাকে

৯ সেপ্টেম্বর ছাত্র বিক্ষোভ

১০ সেপ্টেম্বর **শ্রমমন্ত্রীর কাছে**

পরিচারিকাদের ডেপুটেশন

২০ আগস্টের ধর্মঘট ঃ শ্রমিকশ্রেণী কী পেল

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্পনসরিং কমিটির ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শ্রমনীতি ও কর-দর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং শ্রম আইন কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে কার্যকর না করার প্রতিবাদে ২০ আগস্ট সাধারণ ধর্মঘট দেশব্যাপী পালিত হল। এই একই জনবিরোধী নীতি এরাজ্যের সিপিএম সরকার কার্যকর করা সত্ত্বেও স্পনসরিং কমিটির অন্যতম শরিক সিআইটিইউ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজি হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই স্পনসরিং কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে অল ইন্ডিয়া ইউটিইউসি এদিন আলাদাভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও ধর্মঘটের আহ্বান জানায়।

এই ধর্মঘটের অন্যতম দাবি শ্রম আইনের কঠোর প্রয়োগ। শ্রম আইনে শ্রমিকদের স্বার্থে যতটুকু রক্ষাকবচ ছিল, মালিকেরা তা যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে। অথচ এই আইন মোতাবেক মালিকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বা রাজ্যের বামপন্থী নামধারী সিপিএম সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ন্যূনতম মজুরি আইন, ঠিকা মজদুর আইন, সমকাজে সমবেতন আইন, শিশু শ্রমিক আইন, অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য আইন প্রভৃতি শ্রমআইনগুলি কার্যকর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এ রাজ্যের সিপিএম সরকার তা কার্যকর করছে না কেন, শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিশ্রমিক-দের ন্যূনতম মজুরি অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে কম। এই ন্যূনতম দৈনিক মজুরি দিল্লিতে ১৪০ টাকা, কেরলে ১২৫ টাকা, পাঞ্জাবে ১০০ টাকা, উত্তরপ্রদেশে ১০০ টাকা, রাজস্থানে ৮১ টাকা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে? এখানে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি খাতায় কলমে ৭৪.৩৩ টাকা। বাস্তবে এই মজুরি আরও কম।

শুধু কৃষি শ্রমিকরাই নয়, চটকল, সুতাকল, চা শিল্পেও শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত। চটশিল্পে সিটু, আইএনটিইউসি প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র প্রবল বিরোধিতার কোনও মূল্য না দিয়ে মালিকদের সঙ্গে নানা বোঝাপড়া করছে। যার ফলে শ্রমিকদের মজুরি অনেক কমে গেছে। পক্ষান্তরে বেড়েছে কাজের বোঝা। অন্যদিকে চা শিল্পে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করিয়ে ৩ দিনের বেতন দেওয়ার অর্থাৎ তিন দিনের বেতন মেরে দেওয়ার কালাচুক্তিতে এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বাক্ষর করেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে মালিকদের মুনাফা আরও বাড়ানোর ক্ষেত্রে সিটু-আইএনটিইউসি প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই সংগঠনগুলি শ্রমিকদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করছে। সিপিএম সরকারের প্রশ্রয়ে এবং তাদের অনুগত ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্দোলনহীনতার সুযোগ নিয়ে চলছে নির্মম শ্রমিক শোষণ। মুর্শিদাবাদে ১ হাজার বিড়ি বেঁধে ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার কথা ৯২.২০ টাকা। কিন্তু মালিক দিচ্ছে অর্ধেকেরও কম, মাত্র ৪১.২০ টাকা। সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রেই তীব্র শোষণ চলছে। শোষণ দিনে দিনে তীব্র হচ্ছে সংগঠিত ক্ষেত্রেও। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে না তা নয়, ইউনিয়নের দালাল নেতাদের ধরে পেটানো, ম্যানেজারদের উত্তম-মধ্যম দেওয়া প্রভৃতি ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ঘটছে। এ আই ইউ টি ইউ সি মনে করে এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত দু'চারজন দালাল নেতা বা ম্যানেজারদের মার দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। এরজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন আপসকামী ইউনিয়ন থেকে সরে এসে মালিকী শোষণ ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে সংগ্রামী ইউনিয়নের পতাকাতলে সমবেত হওয়া।

এ রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় থাকায় মালিকদের শোষণে সুবিধা হচ্ছে। সিপিএমের মদতে পুলিশ মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা কেস হলেও তাদের গ্রেপ্তার করে না। ফলে মালিকরা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোটি কোটি টাকা মেরে দিচ্ছে। ১৯৮০ সালে চটকলে প্রভিডেন্ট ফান্ডে বকেয়া ছিল ৫ কোটি টাকা। আজ বেড়ে হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। ইএসআই বকেয়া ১৩০ কোটি টাকা। গ্র্যাচুইটি বকেয়া ৩০০ কোটি টাকা। রাজ্যে সব শিল্প মিলিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়ার পরিমাণ ৫৮০ কোটি টাকা। শ্রমিকদের প্রাপ্য এই সমস্ত টাকা পাইয়ে দেওয়ার আইনত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু রাজ্য সরকার তা করছে না। এই প্রতারক মালিকদের ক'জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে? পক্ষান্তরে শ্রমিকরা পিএফের দাবিতে সোচ্চার হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে, গুলি চালাচ্ছে।

এরাজ্যে সিটু কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট করলেও সিপিএম সরকারের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও করছে না। বাস্তবে এই ধরনের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়নই পুঁজিবাদের এই চূড়ান্ত সংকটের যুগে মালিকদের কিছুটা হলেও অক্সিজেন যোগাতে পারে। মালিকশ্রেণীর যারা সরাসরি দালালি করে তাদের চিনতে শ্রমিকদের খুব একটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু সিপিএমের মতো যারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের কথা বলতে বলতেই মালিকদের স্বার্থে কাজ করে তাদের চরিত্র শ্রমিকরা সহজে ধরতে পারে না। এই কারণে এরা চিহ্নিত বুর্জোয়া দল ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির চাইতে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ ভালভাবে দেখভাল করতে পারে। ফলে এরা মালিকদের অতি পছন্দের। মালিকরাই এদের টিকিয়ে রাখতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে।

তাহলে ২০ আগস্টের ধর্মঘট থেকে শ্রমিকশ্রেণী কী পেল? সরাসরি কোন দাবি আদায় হল কি? দাবি আদায় না হলেও এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা মালিকী শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে ক্ষোভ ব্যক্ত করতে পারল। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে সামনে এল সিপিএমের দ্বিচারিতা। মানুষ দেখল, যে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা লড়ছে, সেই নীতি সিপিএম এরাজ্যে কার্যকর করলেও সিটু তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার হিম্মত রাখে না। সিটুর এই আপস, দ্বিচারিতা এই ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে নগ্ন হল। এই ধর্মঘট আরও দেখাল শুধু লড়াইয়ের স্লোগান শুনলেই শ্রমিকরা যদি সেই সংগঠনকে তাদের নিজস্ব সংগঠন মনে করেন তাহলে সেটা হবে ভুল। লড়াইয়ের মধ্যে থাকলেও শ্রমিককে বিচার করতে হবে লাইন সঠিক কিনা, নেতৃত্ব সঠিক কিনা। তা না হলে আন্দোলন সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। এটাই এই ধর্মঘটের অন্যতম তাৎপর্য।

ধর্মঘটী শ্রমিকদের অভিনন্দন

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা স্পনসরিং কমিটির ডাকা ২০ আগস্টের দেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করার জন্য ঐ দিন এক বিবৃতিতে দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ঝান্ডা ও রং নির্বিশেষে সকল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। এরা সকলেই পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি রূপায়িত করছে, যার ফল হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, চূড়ান্ত শোষিত মেহনতি মানুষ ক্রমাগত নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, শ্রমের সময় এবং সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত হচ্ছে না। তিনি বলেন, এই স্পনসরিং কমিটির নেতৃত্বের একাংশ তিন তথাকথিত 'বাম'শাসিত রাজ্য, যারা শ্রম আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পয়লা নম্বরে রয়েছে এবং বিশ্বায়নের নীতি কার্যকর করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত না করে মেহনতি মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

কমরেড শংকর সাহা শ্রমজীবী জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁরা যেন আন্দোলনের অভিমুখ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করেন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in